গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
মুকসুদপুর,গোপালগঞ্জ।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধিমেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

১। উপজেলা/থানাঃ	মুকসুদপুর		
২। জেলাঃ	গোপালগঞ্জ		
৩। মোটবিদ্যালয়েরসংখ্যাঃ	১৯৯	৪। মোট ক্লাস্টার সংখ্যাঃ	৮
৫। মোটছাত্র/ছাত্রীসংখ্যাঃ	৩১৫৩৯	৬। মোট শিক্ষক সংখ্যাঃ	৯৫৫
৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালুকরণের তারিখঃ		১২/০৯/২০২১খ্রি:	
৮। কোভিড কালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ		০	
৯। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নামঃ		মোহা: রফিকুল ইসলাম	
১০। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইলঃ		ueomuk@gmail.com	
১১। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইলঃ		০১৭৩০৯২৯০৭৭	

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।

ক. বিদ্যালয় প্রস্তুত করণ বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
১.০	পুনরায় কার্যক্রম চালুকরার পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- পিপিই উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে; • কম পক্ষে ৩ ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে; • প্রতিটি বিদ্যালয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে; • প্রতিটি বিদ্যালয়ে ইনফ্রারেড থার্মোমিটার সংগ্রহ নিশ্চিত করা হয়েছে; • প্রতিটি বিদ্যালয়ে ফুট বাথ ট্রে স্থাপন করা হয়েছে;
২.০	হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা আছে/করা হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	১৯৯
৩.০	বিদ্যালয়কর্তৃ কগৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ (যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্যকর্মী, কমিনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম্বার সংরক্ষণ, ইত্যাদি)	• রেকোর্ড সংরক্ষণ করা হয়েছে; • প্রয়োজনীয় ব্যক্তি বর্গের (স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষা অফিসার, মেডিকেল অফিসার ইত্যাদি) মোবাইল নম্বর বিদ্যালয় ও অভিভাবককে সরবরাহ করা হয়েছে;

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
৪.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবহিত করণ ও প্রচারণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্নসভা, সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ, সভার সংখ্যা, সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম (গুগলমিট/জুমমিটিং/ কল/ মেসেঞ্জার) ইত্যাদি)	• কোভিড ১৯ এ করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্নসভা- ১) শিক্ষক ও অভিভাবক জুম সভা করা হয়েছে ৪০২টি; ২) শিক্ষক ও অভিভাবক গুগলমিট সভা করা হয়েছে ৪৩২টি; • শিক্ষকগণ নিয়মিত মোবাইল ফোনে শিক্ষার্থী – অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রেখেছেন;
৫.০	বিদ্যালয় কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিষয়ক তথ্যঃ (বিদ্যালয় প্রতি আনুমানিক কেমন অর্থ বরাদ্দ ছিলো/প্রয়োজন হয়েছে, অর্থের উৎস কীছিলো ইত্যাদি)	• বরাদ্দকৃতঅর্থ: স্লিপ গ্রান্ট থেকে সরবরাহ করা হয়েছে; • অর্থের উৎস: পিইডিপি ৪, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর;

খ. বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন তথ্য

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা(গাইডলাইন)	গৃহীতকার্যক্রম
০১	ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৯৯
০২	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা	৪ জন
০৩	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা	০
০৪	বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ্য হলে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি)	• কোভিড ১৯ সচেতনতা মূলক ফেস্টুন প্রদর্শণ; • শিক্ষার্থীদের প্রতি দিন সারিবদ্ধ ভাবে বিদ্যালয়ে আগমন/প্রস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে; • প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা যাচাই করা হয়েছে; • ফুটবাথ ট্রে স্থাপন করা হয়েছে; • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করা হয়েছে;
০৫	শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোন দিন কোন শ্রণীর ক্লাশ হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রম না রাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• শিফট ভিত্তিক ব্লেন্ডেড শ্রেণি রুটিন বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে; • শিখন ঘাটতি পূরণে পাঠ পরিকল্পনা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে; • স্বাস্থ্য বিধি মেনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে;

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা(গাইডলাইন)	গৃহীতকার্যক্রম
০৬	শ্রেণী কার্যক্রমের বাইরেও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমনঃ গুগলমিটে/হোয়াটসএপে/ফেসবুকলাইভে ক্লাশ পরিচালনা, সংসদ টিভির কার্যক্রম মনিটরিং হোমভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ ইত্যাদি/	• সকল বিদ্যালয়ে গুগল মিটে পাঠদান করা হয়েছে; • সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে; • হোম ভিজিট এবং ওয়ার্কশিট বিতরণের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। • গোপালগঞ্জ অনলাইন স্কুলের মাধ্যমে পাঠদান পরিচালনা করা হয়েছ; • নিরাপদ পরিবেশ বিবেচনা করে ক্যাচমেন্টের শিক্ষক কর্তৃক ব্লকে গুচ্ছ পাঠদান পরিচলানা করা হয়েছে;
০৭	কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যেসব সমস্যায় পড়েছে তার সারসংক্ষেপঃ	• বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখাও একটি চ্যালেঞ্জ ছিল; • উপস্থিতি নিশ্চিত করা তথা বিদ্যালয় ফিরিয়ে আনা; • কোভিড ১৯ এ সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবকদের এক ধরণের ভীতি; • স্বাস্থ্যবিধিকে অভ্যাসে পরিণত করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল; • শিক্ষার্থী উপস্থিতি বাড়ানো কষ্টকর ছিল; • কোভিড ১৯এর কারণে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাঝেও ভীতি কাজ করেছে;
০৮	যেভাবে বিদ্যালয় সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সারসংক্ষেপঃ	• মোবাইল ফোনে অভিভাবকদের সাথে কোভিড ১৯ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে; • অভিভাবকদের নিয়ে একাধিক সভা আয়োজন করা হয়েছে; • শিক্ষার্থী উপস্থিতি বৃদ্ধিতে হোমভিজিট ,মা/অভিভাবক সমাবেশ, এসএমসি /পিটিএ সভা জোরদার করা হয়েছে; • স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পোস্টার, লিফলেট সরবরাহ করা হয়েছে;

সার্বিক মন্তব্য: কোভিড ১৯ করোনা ভাইরাস সংক্রমনকালীণ সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করা ছিল আমাদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার মত অত্যন্ত কঠিন বিষয়কে অতিক্রম করতে আমরা সবসময় নজরদারী অব্যাহত রেখেছি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়,প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রেরিত বিভিন্ন নির্দেশনা যথাযথভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক,শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দের মাঝে শেয়ার করতে অনলাইন-অফলাইন সভার আয়োজন করেছি। শিশুদের কোভিড ১৯ কালীন শিখন ঘাটতি দূরীকরণে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে আলোচনা অব্যাহত আছে। সকল শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বিরাজ করছে। ছাত্র ছাত্রী উপস্থিতি বৃদ্ধি করাই এখন আমাদে মূল চ্যালেঞ্জ।

২৪/০৮/২২

মোহা: রফিকুল ইসলাম
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
মুকসুদপুর,গোপালগঞ্জ।

২৪/০৮/২২